কুয়ালালামপুরের KLIA EXPRESS

সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠকদের নিশ্চয়ই খেয়াল আছে- এক সময় ভিন্ন বিষয় নিয়ে, ভিন্ন দৃষ্টিতে, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ফরিদুর রেজা সাগর ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় আবারও লিখেছেন কুয়ালালামপুরের KLIA EXPRESS

ফরিদুর রেজা সাগর

অনেকের মনে আছে কিনা জানি না, তেজগাঁও বিমানবন্দর যখন উত্তরায় স্থানান্তর করার কথা হলো তখন হায় হায় করে উঠেছিল বহু লোক। তখন কেউ কেউ বলেছিলেন, গুলিস্তান থেকে গাড়িতে কুমিল্লা যাওয়ার চেয়ে উত্তরা বিমানবন্দর থেকে বিমানে করে কুমিল্লা যাওয়া অনেক দেরি হবে। উল্লেখ্য, সেই সময় কুমিল্লায় একটা ফ্লাইট যাওয়ার কথা ছিল।

যখন উত্তরায় বিমানবন্দর চালু হয় তখন তার কিছু দূরে টঙ্গী বাজার ছিল ঢাকার মানুষের কাছে একটা মজার জায়গা। টাটকা সবজি, জীবন্ত মাছ- এসব কেনাকাটার জন্য রোববার ঢাকার মানুষ ভিড় করতো টঙ্গীতে। এক সপ্তাহের রোববারে অনেকে ফ্লাইট রিপোর্টিংয়ের আড়াই ঘন্টা আগে। দিন পাল্টেছে। এখন বাইপাস হওয়ায় ৩০ থেকে ৪০ মিনিট আগে চৌরঙ্গী থেকে কেউ সহজেই পৌঁছে যাবে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এয়ারপোর্টে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ব্যাংকক এয়ারপোর্ট থেকে শহরে যাওয়ার রাস্তায় জ্যামের কথা অনেকেরই মনে থাকতে পারে। এখন তৈরি হয়েছে একটার পর একটা নতুন টেলা-ওয়ে। বলা যেতে পারে পুরো ব্যাংকক শহরটাই এখন দোতলা রাস্তায় ভরা। একই কথা প্রযোজ্য লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্ট নিয়ে। ট্যাক্সি-বাস ছাড়াও টিউবে বা ট্রেনে করে সহসাই চলে যাওয়া যায় শহরের আরেক প্রান্তে। সুদূর টঙ্গী যাওয়ার প্ল্যান করতেন। সুতরাং সেই টঙ্গীর কাছাকাছি এয়ারপোর্ট হওয়ায় সবারই আপত্তি ছিল- এতো দূরে এয়ারপোর্ট! অথচ পৃথিবীর সব জায়গাতেই এয়ারপোর্ট সাধারণত হয় শহর থেকে একটু দূরে। কিন্তু এয়ারপোর্টের সঙ্গে সাধারণ মানুষের শহরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য থাকে নানারকম যানবাহনের সুবিধা। মূল শহরে পৌঁছানোর জন্য থাকে পাতাল রেল। থাকে সুপ্রশস্ত রাস্তা। থাকে গাড়ি, বাস- এমনি নানা কিছু।

যারা নিয়মিত দেশের বাইরে যান তাদের অনেকেরই মনে থাকতে পারে- এক সময়

কোলকাতা এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্য দুই থেকে আড়াই ঘন্টা আগে শহর থেকে বেরুতে হতো। দু'ঘন্টা-আড়াই ঘন্টা কি করে শহরের সঙ্গে এয়ারপোর্টের যাত্রীদের সহজ যোগাযোগ রক্ষা করা যায় সে ব্যাপারে সব সময় পরিকল্পনাবিদরা চিন্তা-ভাবনা করেন। আমাদের জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি ট্রেন স্টেশন রয়েছে। যেখানে প্রায় সব ট্রেনই বিমানবন্দরের যাত্রীর জন্য থামে। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর কিংবা লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে এক টার্মিনাল থেকে আরেক টার্মিনাল যাওয়ার জন্য রয়েছে ট্রেনের ব্যবস্থা। নিউইয়র্কের বিমানবন্দরেও এখন টার্মিনাল পরিবর্তনের জন্য রয়েছে স্কাই ট্রেন। আসলে নগর পরিকল্পনাবিদরা দেখেছেন ট্রেনে করে শহরের জিরো পয়েন্টে যাওয়া যায় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও দ্রুততম বেগে। এর মধ্যে একটা বড় কারণ নিশ্চয়ই বিমান যাত্রীরা প্রচুর মালামাল নিয়ে ট্রেনে যাতায়াত করতে পারে। আর একটি কারণ হলো, ট্রেন কখনো রাস্তার জ্যামে আটকায় না।

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্টে নামলেই দেখবেন, ছোট ছোট বিলবোর্ড নিয়ে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে লেখা ওয়েলকাম টু KLIA EXPRESS । বিমান থেকে নামার পর মনেই হতে পারে আবার কোন এক্সপ্রেস যানে চলার আহ্বান আসছে! একটু খোঁজ করলেই দেখা যাবে, KLIA এক্সপ্রেস হচ্ছে আসলে একটা ট্রেনের নাম। যে ট্রেনটা বিমান যাত্রীদের শহর পর্যন্ত নিয়ে যায়। একটা ট্রেন শহরে নিয়ে যায় যাত্রীদের- এটা সহজ কথা। কিন্তু কতো গোছালো, সুন্দরভাবে একটা যাত্রীসেবা করতে পারে KLIA এক্সপ্রেস তার একটা উদাহরণ। কাস্টমারের পর ট্রলি নিয়ে সোজা চলে যাওয়া যায় KLIA এক্সপ্রেসের টিকেট কাউন্টারে। সেখান থেকে টিকেট করার পর দেখা যাবে প্রতি পনেরো মিনিট পরপরই নীল রঙের একেকটি ট্রেন ছুটছে কুয়ালালামপুর শহরের দিকে। ট্রেন লাইন ধরে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে KLIA এক্সপ্রেস ছুটে যায় শহরে। যারা প্রথম কুয়ালালামপুর যান তারা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ট্রেন থেকেই দেখে নিতে পারে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং টুইন টাওয়ার। এছাড়াও ট্রেনের মধ্যেকার সাজসজ্জা যেকোনো যাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্ট থেকে শহরের মধ্যে যে স্টেশন থেকে ট্রেনটি এসে দাঁড়ায় সেটিও সুন্দর একটি টার্মিনাল ভবন। এখানে রয়েছে চেইন খাবারের দোকান। বিমান বন্দরের মতোই ট্রলিতে মাল নেয়ার সুবিধা। স্টার পার্কের দোকানে এক কাপ কফি খেয়ে টার্মিনাল ভবনের ট্যাক্সি কাউন্টার থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সহজেই যে কেউ পৌঁছে যেতে পারবে দু'এক মিনিটের মধ্যেই পছন্দসই হোটেল কিংবা নির্দিষ্ট স্থানে। যেখানে গাড়িতে করে প্রচুর ভাড়া দিয়ে শহরে আসতে সময় ব্যয় হতো প্রায় দুই ঘণ্টা সেখানে KLIA এক্সপ্রেস যাত্রীদের পৌঁছে দিতে সময় নেয় মাত্র ২৮ মিনিট।

তাই বিমানবন্দর শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে যতো দূরেই হোক না কেন যদি যোগাযোগের ব্যবস্থা ঠিক মতো রাখা যায় তবে মাইল বা কিলোমিটারের দূরত্ব আর দূর থাকে না। বরং দূর পথের যাত্রা হয়ে ওঠে আরো আনন্দময়।

এই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানিয়ে রাখি- পৃথিবীর বহু বিমানবন্দর থেকে শহরে যাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য নানারকম রাস্তা ও যানবাহন ব্যবহার করা হয়- যার মধ্যে হেলিকপ্টারও রয়েছে। কিন্তু মালদ্বীপ বিমানবন্দর থেকে যাত্রীদের শহরে যেতে হয় স্পিডবোট বা অন্য কোনো জলযান দিয়ে।